

PRINT

# সমকাল

বিশিষ্টজনের অভিমত

## চাই ছাত্র রাজনীতির আমূল সংক্ষার

১৩ ঘণ্টা আগে

### সমকাল প্রতিবেদক

ছাত্র রাজনীতি বক্ত নয়  
কল্যাণকৃত করতে হবে।  
নিয়ামিত নির্বাচন করতে হবে  
বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদে  
। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী



ছাত্র রাজনীতির কারণে  
আবরার হত্যা হয়নি, টর্চার  
সেল হয়নি। হয়েছে ফ্যাসিস্ট  
দখলদারিত্বের কারণে  
। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম



বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি  
চলছে তা অস্বীকৃত। রোগ  
চিহ্নিত করে সঠিক ব্যবস্থা  
নিতে হবে  
। রাখেনা কে. চৌধুরী



শিক্ষার্থীদের অপরাধ থেকে  
নির্বাচন রাখতে আপাতত  
লেঙ্গুড়ুর্বিক ছাত্র রাজনীতি  
বক্ত রাখাই শোর



ছাত্র রাজনীতি বক্ত নয়, সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য প্রয়োজন আমূল সংক্ষার। শিক্ষাবিদ ও সাবেক  
ছাত্রনেতৃত্ব এ কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, যখন যে দল ক্ষমতায়, তখন তার ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে  
সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালায়, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি করে, বিরোধী মতকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে, এর  
নাম ছাত্র রাজনীতি নয়। এ অপরাজনীতিতে বীতশ্বন্দ হয়ে পুরো ছাত্র রাজনীতিই বক্ত করে দেওয়ার ফল আখেরে ভালো  
হবে না।

গোরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে স্বেরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রাই নেতৃত্ব দিয়েছে। পরে তা কল্পিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজনীতিকীকরণ সমাধান নয়, কল্পমুক্ত করতে হবে ছাত্র রাজনীতিকে। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বনির্ভর করতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়মুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বনির্ভর ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদগুলোর নিয়মিত নির্বাচন হতে হবে।

গত ৬ অক্টোবর রাতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরেবাংলা হলের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে শিবির সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। টানা ছয় ঘণ্টা নারকীয় নির্যাতন চলে আবরারের ওপর। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পুলিশ এলে ছাত্রলীগ নেতাদের বাধায় ফিরে যায়। আবরার হত্যার পর বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি বন্দের দাবি উঠেছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাই সমাধান নয় বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, কল্পমুক্ত করতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদে নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে। দেশে যেমন গণতন্ত্র দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়েও গণতন্ত্র আবশ্যিক।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সম্পর্ক নেই। কতগুলো দুর্বল দলের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন করে, অত্যাচার করে। এর ধারাবাহিকতায় একটি ছেলেকে মেরেই ফেলেছে। হত্যাকারীরা ছাত্রনেতা নয়, অপরাধী।

জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ রাজনীতি জরুরি বলে মনে করেন এই অধ্যাপক। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা নয়, আশ্রমও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কথা বলবে, মতের আদানপ্রদান করবে, চিন্তার প্রসার ঘটাবে। তারা রাজনীতিসচেতন হবে। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নমতের, বিরোধী মতের নৃনত্ব স্থান নেই।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, স্বেরশাসক আইয়ুব খান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। শিক্ষকদের জন্য পত্রিকায় নিবন্ধ লেখাও নিষিদ্ধ করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল। বাংলাদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সমবয়সী। কিন্তু যখনই স্বেরশাসন আসে, তখনই বিরাজনীতিকীকরণ শুরু হয়। স্বেরশাসকের সময়ে খুন করা যাবে; কিন্তু রাজনীতি করা যাবে না!

তিনি আরও বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে বিপদ আরও বাঢ়বে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি না থাকলে জঙ্গিবাদের উত্থান হবে। ছাত্র রাজনীতিকে শুন্দি করতে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। যখন যে দল ক্ষমতায় তার ছাত্র সংগঠনের দখলে বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে- এ অপসংকৃতি বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ক্ষমতাসীন নয়, বিরোধী মতও থাকবে। পরমতসহিষ্ণুতার পরিবেশ ও চর্চা থাকতে হবে। এর জন্য নিয়মিত সংসদ নির্বাচন হতে হবে। যারা ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাত্র রাজনীতিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নেই বলেই বুয়েটে বছরের পর বছর নির্যাতন চলেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়নি, প্রতিকারও হয়নি। দুর্বলের হাতে চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্বলমুক্ত করতে

গণতান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম অনেকটা আক্ষেপ করে বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি তো বুয়েটসহ সব জায়গাতে বন্ধই রয়েছে। ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্ব কায়েম করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও বামপন্থি অন্যান্য সংগঠন এবং আদর্শবাদী সংগঠনগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। সুতরাং যা নিষিদ্ধ আছে, তা নতুন করে নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন আসে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির কারণে আবরার হত্যার ঘটনা ঘটেনি। ছাত্র রাজনীতির কারণে টর্চার সেল হয়নি। ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের কারণে হয়েছে। এগুলো হতে পেরেছে ছাত্র রাজনীতি না থাকায়। এ দুঃসহ অবস্থা দূর করতে ছাত্র রাজনীতি নয়, দুর্ব্বায়ন এবং ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের হাত থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্ত করা দরকার।

তিনি প্রশ্ন করেন, ছাত্রদের কি দেশপ্রেমিক হওয়া উচিত নয়? দেশপ্রেমই তো রাজনীতি। বুয়েট রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ছাত্রদের কাছ থেকে দেশপ্রেম ছিনিয়ে নিতে চায়? আর ছাত্র রাজনীতির নাম করে যে দুর্ব্বায়ন হচ্ছে; তার চেয়ে অনেক বড় দুর্ব্বায়ন তো জাতীয় রাজনীতিতে হচ্ছে। বুয়েটের ভিসি কী বলবেন, সে কারণে জাতীয় রাজনীতিও কি নিষিদ্ধ করা উচিত? মাথাব্যথা হলে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে? আসলে ছাত্র রাজনীতির ওপর দু'দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। একদিকে হচ্ছে ছাত্রলীগের ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্ব, আরেকদিকে ওয়ান ইলেভেনের শক্তি সুশীল সমাজের নামধারী বিশেষ মহল। বিরাজনীতিকীকরণের ফর্মুলায় করা হচ্ছে। রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পুরনো ফর্মুলা আবার প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহ্দীন মালিক সমকালকে বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির নামে টেক্সারবাজি, চাঁদাবাজি এমনকি হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হচ্ছে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির মানে অপরাধ নয়। শিক্ষার্থীদের অপরাধ থেকে নির্বৃত্ত রাখতে আপাতত তথাকথিত লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখাই শ্রেয়। তবে দাবি-দাওয়া আদায় ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা- ছাত্র রাজনীতি সে ধারায় ফিরে এলে আবার উন্মুক্ত করতে হবে। অপরাধ করে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার তথাকথিত যে ছাত্র রাজনীতি, তা নিষিদ্ধ থাকাই শ্রেয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী সমকালকে বলেন, ছাত্র রাজনীতি খারাপ নয়। এ দেশের সব প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ছাত্ররা রাজনীতিসচেতন হবে, তারা তাদের অধিকার নিয়ে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে কথা বলবে, শিক্ষার অধিকার নিয়ে কথা বলবে- এটাই হওয়ার কথা ছিল। অথচ বর্তমানে লেজুড়বৃত্তির যে ছাত্র রাজনীতি চলছে, ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ছাত্ররা ব্যবহৃত হচ্ছে, এ রাজনীতির দরকার নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে তা অসুস্থ। এটি রোগের উপসর্গ। রোগ চিহ্নিত করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। বুয়েটে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটি সাময়িক ব্যবস্থা। কোনো দীর্ঘমেয়াদি ফল এ থেকে আশা করা যায় না।

রাশেদা কে. চৌধুরী আরও বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। মাথা ব্যথা হলে মাথা

কাটা সমাধান নয়। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের স্বার্থে পরিচালিত হোক, তাতে নীতি ও আদর্শ থাকুক, তা-ই চাই। আর তা হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক। আদর্শ না থাকলে সপ্তাসী কার্যকলাপ, মাস্তানি, টেঙ্গারবাজি, চাঁদাবাজি দুকে পড়বে। দীর্ঘ ২৯ বছর পর ডাকসু নির্বাচন হয়েছে, এতদিন স্বীকৃত থাকলে শিক্ষার্থীদের মাঝে হতাশা দুকে পড়বে। তা কোনোভাবেই হতে দেওয়া যায় না। ছাত্র রাজনীতিতে সুদিন ফেরাতে নিয়মতাত্ত্বিক, গণতাত্ত্বিক, পরমতসহিষ্ণু, যোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন, যারা ছাত্রদের অধিকারের জন্য কাজ করবে।

### © সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি | প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ | ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন :  
+৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) | ইমেইল :  
ad.samakalonline@outlook.com